দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

007

তারিখ 15 ... 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

কাল-অকাল

কালপুরুষ

বিরক্তিকর আবহাওয়া এবং সে কারণেই শারীরিক অসুস্থতার জন্য মনটা খুব খারাপ ছিল। ঘর বার কিছুই ভাল লাগছিল না। যাহোক, এই অবস্থার মধ্যেই বেরিয়ে এলো এবারের এইচএসসি পরীক্ষার ফল। পত্রিকা হাতে নিয়ে দেখলাম, হতাশাব্যঞ্জক শিরোনাম— এক লাখ ছিষট্টি হাজার ছেলে-মেয়ে ফেল করেছে। পরীক্ষা তো দিয়েই ছিল মাত্র দু'লাখ—সাতানব্বই হাজারের কিছু বেশী। তার মধ্যে এতই যদি ফেলই করে থাকে তাহলে আর পাস করলো ক'জন? তবে তো পাস করেছে সব মিলিয়ে এক লাখ একত্রিশ হাজার একত্রিশ জন। এ হারে পাস করলে আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় অগ্রগতি তো হবে শম্বুক গতিতে। হতাশায় গালে হাত দিয়ে মেধাতালিকায় স্থান পাওয়া ছেলে-মেয়েদের ছবি দেখছিলাম।

আমার ছোট্ট মেয়ে ইশরাত জাহান ইলা ছুটে এলো আমার কাছে— বললো আব্বা, জানেন? যেসব ভাইয়া আর আপুরা এবার এইচএসসি পাস করলেন তাদের জন্য একটা সুখবর আছে। সন্ধ্যায় দেখাবো আপনাকে। আহা! আমি যদি এবার পাস করতাম তা'হলে কি মজাই না হতো। কিন্তু আমার তো পাস করতে লাগবে আরো চার বছর। তদ্দিন কি আর এই সুযোগ থাকবে? ইলা আমাকে এক কাপ চা ধরিয়ে দিয়ে নিজের মনেই নাচতে নাচতে চলে গেলো। সন্ধ্যায় সে আমাকে খুশীর খবরটা দেখালো। রঙ্গিন টেলিভিশনে সচিত্র রঙ্গিন বিজ্ঞাপন। খুশীর খবর বই কি?

'আপনি কি একজন তরুণ যুবক? আপনি কি এইচএসসি পাস করেছেন? আপনি কি উদ্দমশীল জীবন গ্রহণে আগ্রহী? তবে আসুন সামরিক বাহিনীর কমিশণ্ড পদে যোগ দিন।' বিজ্ঞাপনের কথাগুলো হুবহু মনে না থাকলেও প্রায় এ ধরনেরই। সামরিক বিভাগের রিক্রুটমেন্ট সেলের বিজ্ঞাপন পড়ে সত্যি আনন্দ লাগলো। এক নিমেষে মনে হলো আমার অসুখ সেরে গেছে, আমি ভাল হয়ে গেছি। প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটি আনন্দেরই— একদিকে এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, অপরদিকে কমিশণ্ড পদে যোগদানের আহবান। আমাদের দেশে সদ্য পাস করা ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এর চেয়ে ভাল খবর আর কি হতে পারে? আমার মনে হলো, পুরো মাসের বেতনের উপর এ যেন এক বছরের ঈদ-বোনাস। প্রতি বছরের মতো এইচএসসি পাস করার পর ভাল-মন্দ সব ছাত্র-ছাত্রীরই তো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য লাইনে দাঁড়ানোর কথা। মামা, দুলাভাই কিংবা ক্ষমতাশালী আত্মীয়-স্বজনের মাধ্যমে ধরাধরি, উমেদারী আর কাকুতি-মিনতি করার কথা। অথচ এবার তাদের প্রতি লাইনে না দাঁড়িয়েই সামরিক বাহিনীর কমিশণ্ড অফিসার পদে যোগদান করার আহবান। তা-ও আবার টেলিভিশনে— প্রায় এক সপ্তাহ ধরে। একেই বলে— আল্লাহ যাকে দেয়, তাকে ছাপ্পড় 'ফাইড়া' দেয়। এই দ্বিপাক্ষিক সংবাদটা যথেষ্ট আনন্দের বলতে হবে। বলতে হবে, এটা একটা পরম সুযোগ।

কারণ আমরা যত বেদনার সঙ্গেই বলি না কেন যে, এবার পরীক্ষায় এক লাখ ছিষট্টি হাজার ছাত্র-ছাত্রী ফেল করেছে তবুও যারা জানেন তারা বুঝেন যে, শুধু পাস করা সকল ছাত্র-ছাত্রীকে খুশী করার মতো স্থান আমাদের বিশ্ব বিদ্যালয়গুলোতে নেই। সুতরাং স্থানাভাবে অনেকেই বাঞ্ছিত বিষয়ে ভর্তি হতে পারবে না। এমনকি অনেকে কোন বিষয়েই ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে না। অতএব, সামরিক বিভাগের এই কমিশণ্ড অফিসার পদে যোগদানের আহবানে এক ডাকে ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত। এই পদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে কোন ব্যাখ্যা দেবার অবকাশ এখানে নেই।

সামরিক বিভাগে নারী, পুরুষ সবাই যোগদান করতে পারে। কারণ উভয়েরই উন্নত ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সবার জন্যই রয়েছে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের এইচএসসি পাস করা ছাত্র-ছাত্রীরা কথাটা লুফে নেবে।

প্রসঙ্গতঃ এখানে আমরা একটি কথা অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে আরজ করতে চাই— তা' হচ্ছে সীমাবদ্ধতার জটাজালে গোটা জাতি আজ যেন এক বন্দী সিংহ। আপন পায়ের উপর ওঠে দাঁড়াবার তার কোন সুযোগ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ এবং কারিগরি বিদ্যায়তনগুলোর কোথাও না। সামরিক বিভাগেও আছে কঠিন যোগ্যতার সীমাবদ্ধতা অর্থাৎ যোগ্য ব্যক্তিরাই শুধু এই বিভাগে নিযুক্ত হতে পারেন। এতে আমাদের অনেক লাভ। প্রথমতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির চাপ অনেকটা কমবে।

যারা একেবারে বাদ পড়ে যেতো তাদের মধ্য থেকেও কিছু ছাত্র-ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যত্র ভর্তি হতে পারবে। কমিশণ্ড পদে নির্বাচিত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অন্যত্র চাকুরীর পদ খুঁজতে হবে না, এবং সে সকল পদে অন্যেরা নিযুক্ত হতে পারবে। অন্ততঃ সুযোগ পাওয়ার একটা সম্ভাবনা থেকে যাবে।

অপরদিকে সামরিক বিভাগেও যদি কোন সীমাবদ্ধতার প্রশ্ন থেকেই থাকে (আমাদের অজ্ঞতার কথা স্বীকার করেই বলছি) তবে প্রাথমিক যোগ্যতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যারা চূড়ান্ত পরীক্ষায় সফল হতে পারবেন না তাদের নন-কমিশণ্ড পদে নিয়োগের প্রশ্নটিও বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে। আমাদের লক্ষ্য, তরুণ সমাজকে জাতির সর্বাধিক উপযোগী ফ্যাক্টর করে গড়ে তোলা। তাছাড়া, এভাবে প্রতিবছরই সামরিক বিভাগের কমিশণ্ড পদে নিয়োগের বৃহত্তর সুযোগ সৃষ্টি হলে আমাদের তরুণ সমাজ ও তথাকথিত রাজনীতির ঝাণ্ডা ফেলে সামরিক বাহিনীর ঝাণ্ডাকে উঁচু করে তুলে ধরবে।

আমাদের দেশের তরুণ সমাজ বর্তমান সুযোগ গ্রহণ করে দেশের অতি প্রয়োজনীয় দক্ষ নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠুক এটাই আমাদের আন্তরিক কামনা। এই সঙ্গে আপনাদরে বলে রাখি, আজ থেকে চার বছর পর যদি এমন সুযোগ হয় তবে আমি অবশ্যই আমার কন্যা ইশরাত জাহান ইলাকে সামরিক বিভাগের যে কোন কমিশণ্ড পদে নিযুক্ত হওয়ার অনুমতি দেব। বাকি আল্লাহ মেহেরবান।